বিভাগীয় হস্তনির্মিত পত্রিকা

বাংলা বিভাগ

বিজনী মহাবিদ্যালয়: বিজনী ॥

পুঁথি প্রকাশের নেপথ্যে

উপদেষ্টা : ডঃ ঊর্মিলা পোদ্দার

ডঃ অপুগুহ ঠাকুরতা

সম্পাদক : সুদীপ বসাক

অক্ষর বিন্যাস : মানিক ঘোষ, মুন মল্লিক

প্রচ্ছদ : মানিক ঘোষ

সদস্য/সদস্যা : বাপন সাহা মন্ডল, মানিক ঘোষ অনন্যা সেন, ভক্তি সাহা, সুদীপ বসাক, মনিষা সরকার, সুপ্রিয় মল্লিক, বিকাশ সাহা।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

ছাত্র ছাত্রীরা অধ্যয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন কার্য কলাপের মধ্য দিয়ে নিজের জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ব্রতী হয়। বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে যে হাতে লেখা পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিজের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যায়। বহুমুখী প্রতিভার এই সুযোগ যেন পাওয়া যায় হাতে লেখা পুঁথিটির মাধ্যমে। এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লেখা অন্তর্ভুক্ত না হলেও আশা রাখি পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে এবং বেবিধ তে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি সুষ্ঠ সমাজ গঠনে এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হবে।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যারা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যারা নানা ভাবে এই পুঁথি প্রকাশে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অবশেষে বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

সুদীপ বসাক

সূচী পত্র

অপেক্ষা	মানিক ঘোষ	০১
কলেজ	স্নুন মল্লিক	০২
জীবনের সংগ্রাম	অনন্যা সেন	০৩
ফেসবুক	সুপ্রিয়া মল্লিক	০৪
কলেজ	সুস্মিতা মহানায়ক	০৫
ভুল	সুদীপ বসাক	০৬
হৃদয়ের ঠিকানা	পবীত্রা দাস গুপ্তা	০৭
টিয়া	প্রিয়া দাস	০৮
নেতাজী	বাপন সাহা মন্ডল	০৯
হারানো পথিক	ভক্তি সাহা	১০
বন্ধু	পায়েল রায়	১১
অসহায়	সুদীপ বসাক	১২–১৪
গ্রাম	নিরুপা দাস	১৫

অপেক্ষা

প্রথম দেখি যখন তোমায়
বসন্তের প্রেমের হাওয়া লাগে আমায়
মনে জাগে অজানার আনন্দ
তোমায় এক পলক দেখায়।
শূন্য মনে এলো তোমার প্রতি প্রেম
তখন থেকে আমার মন শুধু থাকে
তোমার অপেক্ষায়
তোমার অপেক্ষায়।
যখন মনে এলো সাহস তোমার প্রেমের
তখন সমাজে এলো ঝড় বৃষ্টি কু-সংস্কার
জীব / মানুষ / মানবের মুখ তখন হলো না বন্ধ
আমি তোমাকে দেখেও হয়ে গেলাম অন্ধ
তবু আমি তোমার অপেক্ষায়।
তোমার অপেক্ষায়।
যখন তুমি চলে গেলে নিরুদ্দেশে
বিধাতা দিল আমায় অন্ধকারে ঠেলে
অজ্ঞাত ছিল আমার প্রতি তোমার প্রেম আমার কাছে
হয়েছিলাম আমি তোমায় অনেক দুঃখ কষ্টে।
যদিও তুমি আমি অনেক দূরে
সারা জীবন থাকবো আমি তোমার
অপেক্ষা করে।

মানিকা ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ

কলেজ

কলেজ মানে রঙীন স্বপ্ন
নতুন নতুন বন্ধু পাওয়া
কলেজ মানে ফুল টাইম ফান
মনের মতো বন্ধু পাওয়া
কলেজ মানে সুখ-দুঃখ
বন্ধুদের সাথে কেনটিনে খাওয়া
কলেজ মানে নতুন জীবন
স্কুলের বন্ধুত্ব একটু হলেও ভুলে যাওয়া
কলেজ মানে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা
স্যার - ম্যাডামের বিশেষ কিছু কথা
কলেজ মানে হাজারো স্মৃতির পাল্লা
মনের মতো স্যার - ম্যাডাম পাওয়া

সুন মল্লিক
প্রথম বর্ষ

জীবনের সংগ্রাম

জীবনটা এক কঠিন পথ তবুও চলতে হয়
সমুদ্রের ঢেউ যেমন করে বয়
শত শত দুঃখ কষ্ট জীবনে আসে
তবুও আমরা এগিয়ে চলি সুখের আলোয়ে
ব্যাথা না পেলে জীবনে বড় হবে না
গোলাপ যেমন সুন্দর তবুও কাঁটা থাকে
পথ দেখ চোখে, হেঁটে চলো পায়ে
দেখবে তোমার জীবন উজ্জ্বল হবে
জীবনের কঠিন সংগ্রাম পেরিয়ে যাবে।

অনন্যা সেন।
তৃতীয় বর্ষ

ফেসবুক

আমার জীবনে দেখেছি হাজারো বুক
তবে অবাক করা পাওনা হলো তুমি ফেসবুক
আমি ভাবি বসে,
তোমায় তৈরী করতে গিয়ে
স্যার জুকারবার্গ খেটেছেন কত না বুক।
তুমি হলে সবার বন্ধু ফেসবুক।
তোমার মাধ্যমেই মানুষ পারে
অচেনা বন্ধুত্বের দেশেতে।
তোমায় নিয়ে ব্যস্ত সবাই
সকাল হতে সন্ধ্যে।
তোমার মাধ্যমেই চ্যাটিংয়েতে পারি মনের কথা বলতে
লাইক দিয়ে যাই পোস্ট গুলোকে
তবে আবার আগে রাখি বন্ধুদের সাথে চ্যাটিংকে
ক্লান্তির মাঝে তুমি সকলের কাছে একটু শান্তিখেলা
সবারে সবার কমেন্ট গুলো
দেখতে লাগে বেশ।
স্কুল কলেজ আর অফিসেতে
তোমায় নিয়েই ব্যস্ত সবাই
সকাল রাত্রি আর সন্ধ্যাতে
তোমায় নিয়েই বন্ধুত্বে
আরও একটু উৎসুক
তুমি হলে সবার বন্ধু ফেসবুক।

সুপ্রিয়া মল্লিক
প্রথম বর্ষ।

কলেজ

কলেজ মানে,
স্কুলটাকে বিদায়ের বেদনা,

কলেজ মানে,
হাতে পাওয়া একটু স্বাধীনতা
কলেজ মানে,
হুল্লোর আর খুনসুটি
জীবন শৈলীতেও নিয়ে আসা পারিপাটি
কলেজ মানে,
কিছু করে দেখানোর প্রতিদ
যেন কালপরময় হতে চায় চারিদিক।
কলেজ মানে,
রাজনীতি নিয়ে লড়াই
লেখা পড়া থেকে মন বলে পালাই পালাই
কলেজ মানে,
একটু বড় হওয়া
চোখে হাজার স্বপ্ন দেখা।

অস্মিতা মহানায়ক
প্রথম বর্ষ।

ভুলে

ভুলে ভুলে ভরে জীবন শেষে গেছে ভুলে
পায়নি কখনো ভুলের পথ অনুসন্ধান করতে
ঘৃণা অবজ্ঞা অবহেলা পেয়েছি শুধু জীবনে
কখন পায়নি খুঁজে আশা ভালোবাসার মানে
দেয়নি দেখিয়ে কেউ কখনো ভালোর দিকে যেতে
আজ আমার জীবন শেষে গেছে গভীর অন্ধকারে
অন্ধকারে চিৎকারে কেঁদেছি মনে মনে
আজ আমি বুঝতে পেরেছি জীবনের মানে
তাইতো খুঁজতে চলেছি এক নতুনের পথ

সুদীপা বসাক
তৃতীয় বর্ষ ।

হৃদয়ের ঠিকানা

প্রতারনার আস্তানে
দগ্ধ আমার শরীর
ছটফটাতে থাকি
বিষাদের যন্ত্রনায়
আহ্
চিৎকার করতে মন চায়
কিন্তু
কে শুনবে আমার
হৃদয়ের ভাষা
শূন্যতার মাঝে
ঢেলে দিলে তুমি
আমার হৃদয়ের
শেষ ঠিকানা

পবীত্রা দাস গুপ্তা
প্রথম বর্ষ

টিয়া

দেখতে তুমি সবুজ ওগো
থাকো পাতার আড়ালে।
দেখতে তোমার ভালোলাগে
এসো আমার কাছে ॥

তোমায় দেব দুধ ভাত
খেলো করে যেয়ো ॥
রাখবো তোমায় আমার কাছে
ভালোবাসা দিয়ে ॥

প্রিয়া দাস।
দ্বিতীয় বর্ষ

নেতাজী

বাংলার নেতা তুমি নেতাজী সুভাষ
জাগিয়েছিল তিনি স্বাধীনতার আলোয়
ব্রিটিশের বন্দী থেকে মুক্তি করে দিলেন
তাঁর লড়াইয়ে ভারতবাসী মুক্তি পেলেন
স্বাধীনভারতে আজকে অনেক নেতা হয়
কিন্তু তারা পরাধীন ভারতের নেতা নয়
তাই নেতাজী ছিল সকলের নেতা ·
মহাত্মা গান্ধী যেমন ছিল জাতীর পিতা
অন্ধকার থেকে তিনি আলো দেখালেন
স্বাধীন ভারত নেতাজী গড়ে দিয়ে গেলেন
আজকেও আমরা নেতাজীর পথেই চলতে চাই
আই লাভ মাই ইন্ডিয়া সবাই বলতে চাই।

বাপন সাহা মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ।

হারানো পথিক

আমি এক হারানো পথিক
পথের সন্ধান করি
লক্ষ্যের পথ খুঁজে খুঁজে পথেই ঘুমিয়ে পড়ি।
পথের মাঝে আমিই বড্ড একা
সঠিক পথ দেখানোর পাইনা কারোও দেখা
অনেক ফুলই ভগবানের চরণে না পায়
পথিকও তেমন চলতে চলতে পথেই হারিয়ে যায়
পথিক যদি হার না মেনে তবুও আবার চায়
একদিন সঠিক পথ পথিক পাবে বাঁধা নেই তাতে
একবার না পারিলে দেখ শতবার
জিত হবে তোমার হবে না হার,

ভক্তি সাহা-
তৃতীয় বর্ষ-

বন্ধু

বন্ধু- মানে আশা
বন্ধু মানে ভরসা
বন্ধু মানে ভালোবাসা
বন্ধু হলো আপন
বন্ধু মানে জীবন,

বন্ধুই হলো চলার পথের পাথেয়।
বন্ধু আমি চাইনা তোমায়, অসীম সুখের ভাগ
কিন্তু
থাকবে যখন দুঃখে দিও আমায় ডাক।
তোমার মুখে কান্না নয়, বন্ধু
দেখতে চাই হাসি।
বন্ধু তোমায় আমি জীবন দিয়ে
ভালোবাসি।।

পায়েল রায়।
প্রথমবর্ষ

অসহায়

শহর থেকে অনতিদূরবর্তী একখানি গ্রাম। গ্রামটির নাম সোনাপুর পল্লীবাংলার এক অপরূপ ছবি। চারিদিকে ফুলে ফলে শস্য শ্যামলীয় পরিপূর্ণ। সেই গ্রামের একটি দরিদ্র সুখী পরিবার। পরিবারটি স্নেহ প্রেম ভালোবাসায় মিশ্রিত। সেই পরিবারের এক ছোট্ট শিশু নাম মানিক। আট বছর বয়সের কিন্তু বুদ্ধিতে দুরন্ত। তাকে ঘিরেই পরিবারটির আনন্দ উল্লাস। তার নামের সাথে মানিক নামের অর্থ যেন যথাযোগ্যই। তার দিদি, মা-বাবা এবং বৃদ্ধ দাদামশাইকে নিয়ে এক ছোট সংসার। মাটির তৈরী কুঁড়েঘরখানি যেন শহরের তৈরী শক্ত ঘর নয়, কিন্তু ভালোবাসায় তীব্র শক্ত। তার দাদামশাই সোনাপুর গ্রামের একজন মাতব্বর ও সম্মানীয় ব্যক্তি। সে একজন সৎ, আদর্শবাদী পুরুষ। তিনি মানিককে ছাড়া যেন এক মুহূর্তও চলতে পারতেন না। মানিকের বাবা একজন সরল গ্রাম্য কৃষক। পরের জমিতে চাষ করে সামান্য কিছু উপার্জন করেন এবং তা দিয়েই তাদের সংসার অতিবাহিত হয়।

মানিকের চেয়ে তার দিদি চার বছরের বড়। তারা দুই ভাইবোন মিলে গ্রামের সেই সরু আঁকা বাঁকা ধূলায় পরিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে মনের সুখে খেলা করে। তার দিদি গ্রামের এক ছোট স্কুলে পড়াশুনা করে। দিদি স্কুলে থাকা সময়টুকু দাদুকে সঙ্গে থাকা চাই, অন্যথা তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। দাদুর পিঠে চড়ে ঘোরা নানারকম অলৌকিক প্রশ্ন করা। এবং দাদু তার সমস্ত আবদার মিটাতে প্রস্তুত। মানিক আবার কখন কখন দাদামশাইয়ের টেবিলে থাকা রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি বইগুলি তাকে পড়ে শোনাতে বলে। তাদের বাবার আর্থিক উপার্জন অত্যাধিক না থাকায় তাদের মনের মত জিনিসপত্র কিনে দিতে পারেন না। তাই সে নিজেকে কখন কখন দোষারপ করেন। কিন্তু দুই সন্তানের প্রতি তাদের মা-বাবার ভালোবাসার অন্ত নেই। এবং সবসময় অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যেতেন তার ছেলে ও মেয়েটির জীবনকে সুখ স্বাচ্ছন্দে ভরিয়ে দেবার জন্য। সোনাপুর গ্রামের মানুষেরাও মানিককে অত্যন্ত ভালোবাসত। মানিকের ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি। গ্রামের পন্ডিতমশাইও তাকে অত্যন্ত

ভালোবাসত। এভাবে তার জীবন কাটতে লাগছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ভূমিকম্পের মত মানিকের জীবনে নেমে এল চরম দুর্যোগ। ভূমিকম্পের মত তার জীবনও যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। হঠাৎ তার বৃদ্ধ দাদামশাই ম্যালেরিয়া ও জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এবং জ্বরের ঘোরে দাদামশাই শুধু — মানিক, মানিক বলে চিৎকার করে উঠতেন। মানিক কাছে গিয়ে বলত তার দাদামশাইকে — দাদু। তোমার কি হয়েছে। আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে না। হঠাৎ একদিন তার দাদামশাই এ পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর মানিক যেন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। দাদুর মৃত্যুশোক যেতে না যেতেই তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এবং বাবা তার হতাশা হয়ে পরল। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তার মাকে ডাক্তারি চিকিৎসা করাতে পারলেন না। ফলে তার মা সকলকে ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। তার বাবা রাগে ক্ষোভে চিৎকার করে উঠতেন এবং বলতেন — ভগবান! তুমি এত নিষ্ঠুর কেন। ওই ছোট ছেলে মেয়ে দুটিকে অকালে অনাথে পরিনত করলে। মানিকের বাবা তার মায়ের মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে উন্মাদগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। পড়ে রইল শুধু অসহায় মানিক আর তার দিদি। অসহায় হয়ে মা-বাবাকে দেখতে না পেয়ে তার দিদির কোলে কেঁদে কেঁদে বলে উঠত — দিদি আমাদের বাবা-মা কোথায় রে। তখন দিদি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতেন। তাদের অবস্থা যেন ভয়াবহ হয়ে পড়ল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় তারা দুই ভাইবোন যেন পাগল হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে গ্রামের এক স্বার্থপর অর্থলোভী তাদের কুঁড়েঘরখানিও আত্মসাৎ করে নিলেন। অসহায় হয়ে তারা দুই ভাইবোন ফুটপাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে অসহায়ের সহায় স্বরূপ এক পুত্র-কন্যাহীন জননী তাদের দুই ভাইবোনকে তার অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে কাছে টেনে নিলেন। এভাবে কিছুদিন তাদের চলতে লাগল। হঠাৎ একদিন মানিক এক ব্যক্তির মুখে শুনতে পারল তার বাবাকে নাকি শহরের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছেন। তখন মানিক ও

তার দিদি শহরের অচেনা রাস্তার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। অতপর শহরের জনবহুল এলেকাতে গিয়ে তাদের হারানো বাবাকে তো ফিরে পেলোই না। বরং তারা দুইজনই কোন শহরের রাস্তায় হারিয়ে গেল। এবং দুজন দুজনে খুঁজতে লাগল। ক্ষুধায় কাতর হয়ে মানিক একটি দোকানে গিয়ে সামান্য একটু খাবার চেয়ে বলল— বাবু আমাকে একটু খাবার দিন না। দুদিন ধরে কিছু খায়নি। কিন্তু দশ বারো বছরের ছেলেটির প্রতি তার সামান্য একটু করুনা হল না। বরং তাকে অপমান করে তারিয়ে দিল। ঘৃনা, জ্বালা শোক দুঃখ বুকে নিয়ে রাস্তার ধারে ধারে ঘুরতে লাগল। অতপর শহরের এক ছোট দোকানে কর্ম করতে লাগল এবং দিদি ও বাবাকে খুঁজতে লাগল।

সুদীপ বসাক
তৃতীয় বর্ষ।

গ্রাম

আমাদের সেই ছোট্টো একটি গ্রাম
সেখানে খুব হাসি খুশি ভরা।।
সেই গ্রামেরই ঘর বাড়ি
যায় না কখনো ভোলা
চোখে ভাসে মনে জাগে
সেই গ্রামেরই আঁকা বাঁকা পথ।।
আমাদের সেই ছোট্টো গ্রাম
আনন্দে ঝলমলে।।

নাম - নিরুপমা দাস

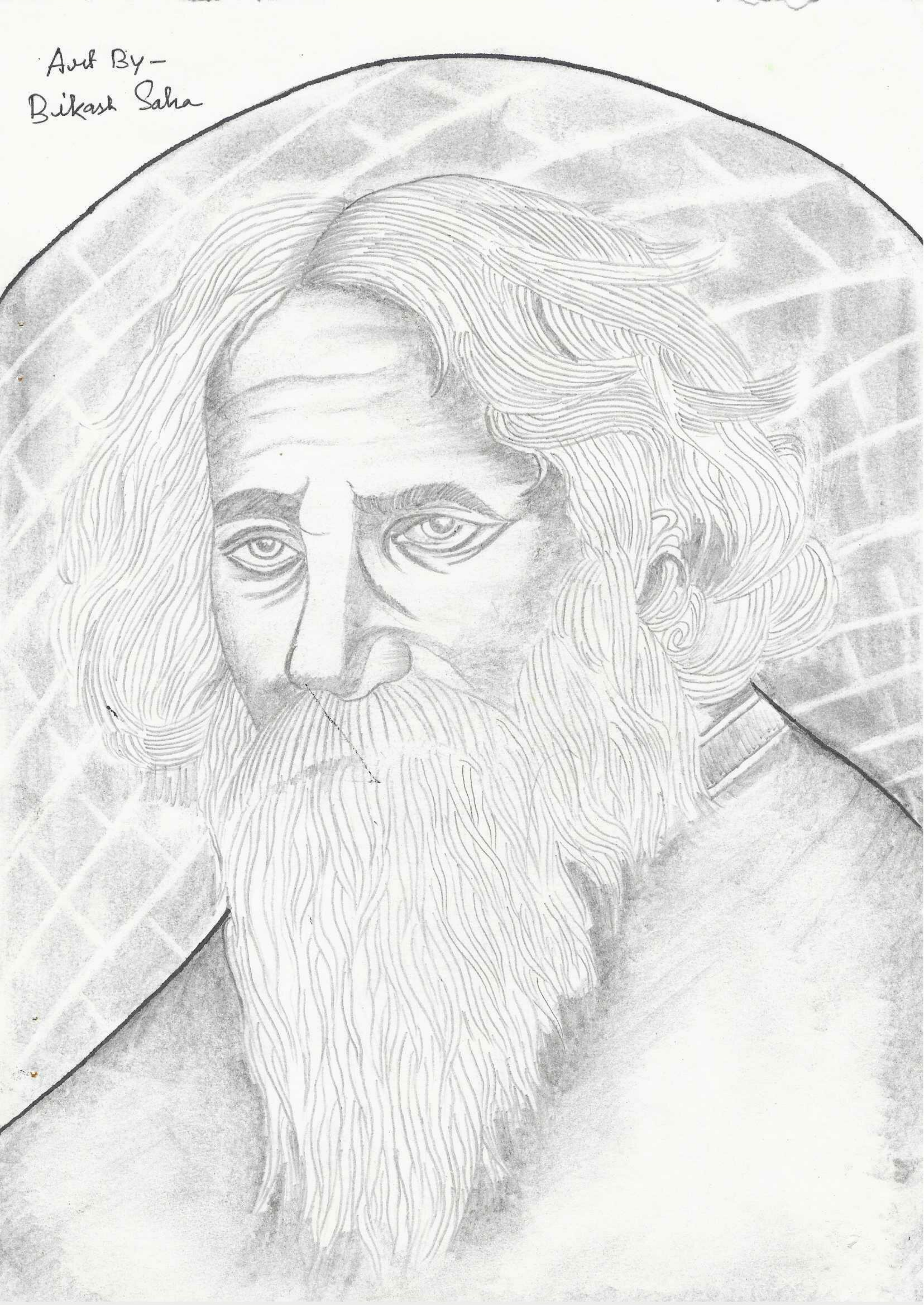
Art By-
Bikash Saha

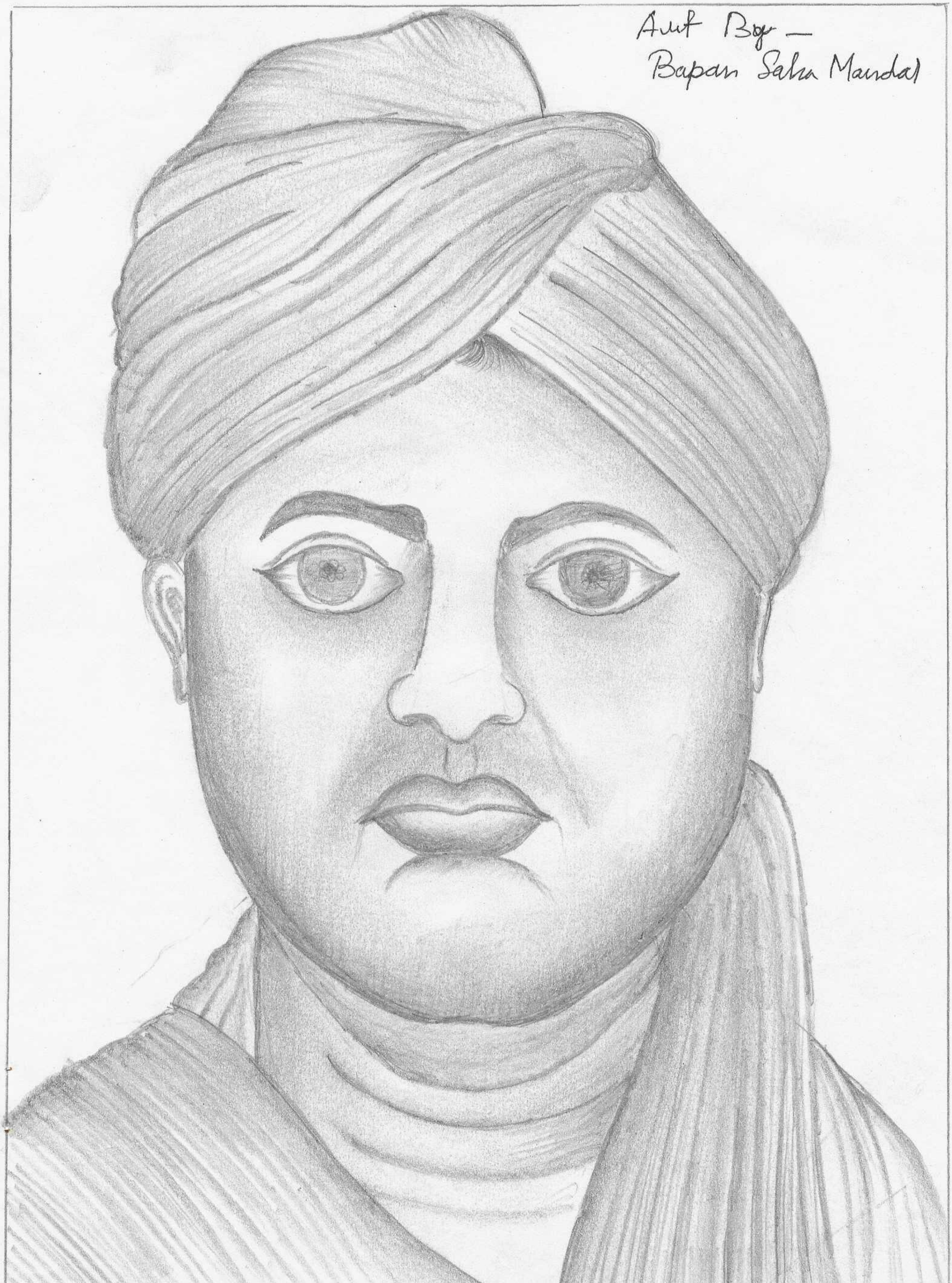

স্বামী বিবেকানন্দ

Art By —
Bapan Saha Mandal

ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ঃ

Art By -
Bapan Saha Mandal

: মাদার টেরেসা :

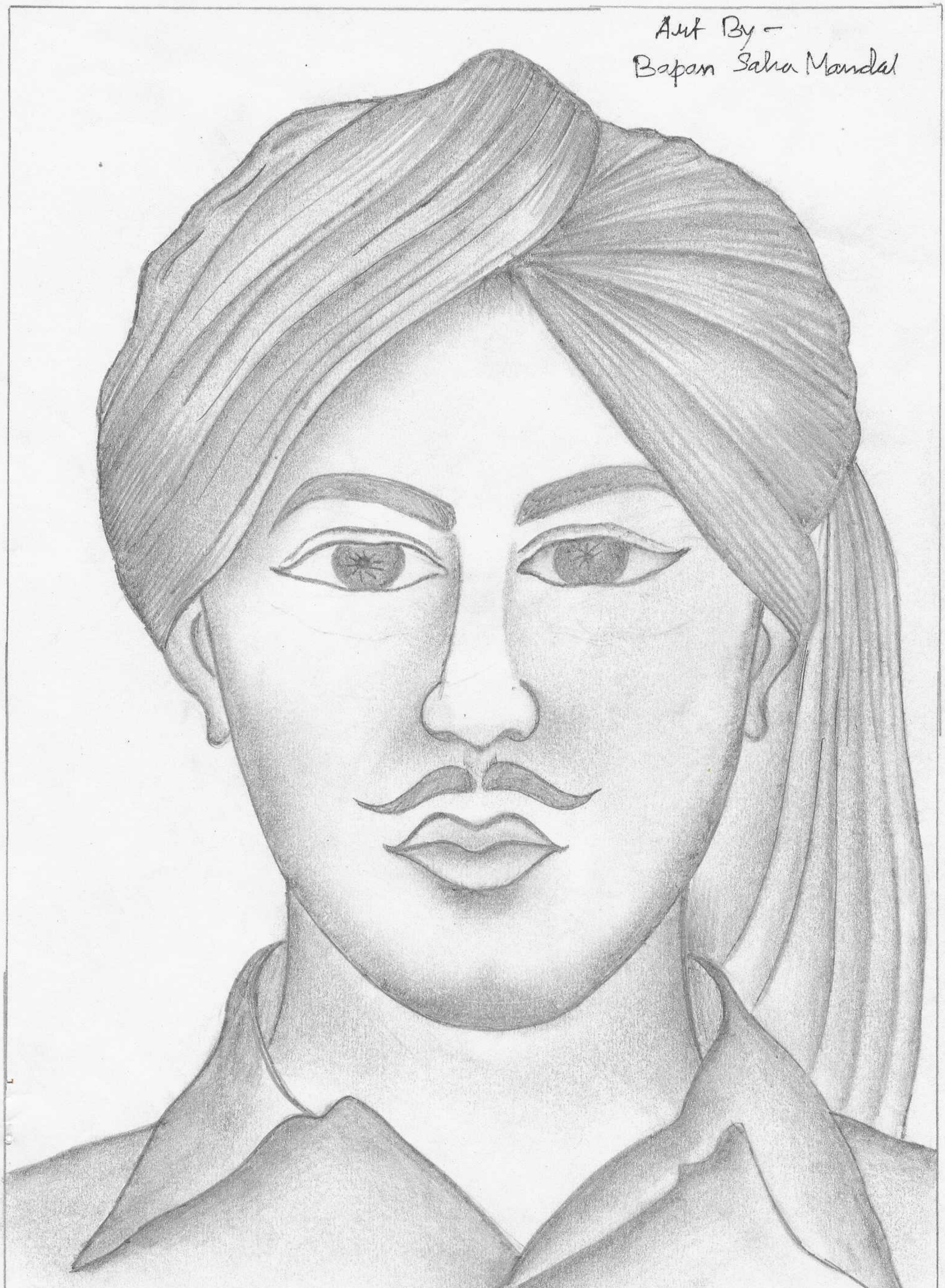

।। ভগৎ সিং ।।

ART BY :-
Bapan Saha Mamdal

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥